গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়
ভোলা সদর,ভোলা।
ueobholasadar@gmail.com

স্মারকনংঃ উশিঅ/ভোলাসদর/ তারিখঃ ১৭ আগষ্ট ২০২২

বিষয় ঃ কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য বিধি মেনে বিদ্যালয় চালুর নির্দেশিকা প্রসঙ্গে।

সুত্র ঃ ৩৮.০০.০০০০.০০৮.৯৯.০০১.২০.২৯৩, তারিখ-০৮/০৯/২০২০

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে ভোলা সদর উপজেলায় কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য বিধি মেনে বিদ্যালয় চালুর নির্দেশিকা মহোদয় সমীপে সবিনয়ে প্রেরন করা হলো।

প্রাপক
জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার
ভোলা।

শিরিন সুলতানা
উপজেলা শিক্ষা অফিসার(ভারপ্রাপ্ত)
ভোলা সদর,ভোলা।
ফোন- ০৪৯১-৬১৬১৫

সদয়জ্ঞাতার্থে অনুলিপিঃ
১. বিভাগীয় উপ পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা, বরিশাল বিভাগ, বরিশাল।
২. অফিসকপি।

শিরিন সুলতানা
উপজেলা শিক্ষা অফিসার(ভারপ্রাপ্ত)
ভোলা সদর,ভোলা।
ফোন- ০৪৯১-৬১৬১৫

UEO BHOLA SADAR/ALL LETTER/leter to dpeo

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য বিধি মেনে বিদ্যালয় পুনরায় চালুকরণের সংক্ষিপ্ত বিবরণী :

১। উপজেলা/থানাঃ	ভোলা সদর		
২। জেলাঃ	ভোলা		
৩। মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ	২১০ টি	৪। মোট ক্লাস্টার সংখ্যাঃ	০৮ টি
৫। মোট ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যাঃ	৫৪৩৭৫ জন	৬। মোট শিক্ষক সংখ্যাঃ	১১৭০ জন
৭। কোভিড-১৯ পরবর্তী বিদ্যালয় চালু করণের তারিখঃ	১২/০৯/২০২১খ্রিঃ		
৮। ডিপিই'র ওয়েব সাইটে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে ?	হ্যাঁ		
৯। জনবহুলস্থানে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে ?	না		
১০। কোভিডকালীন আইসোলেশন সেন্টার হিসেবে ব্যবহৃত বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ	-		
১১। অধিদপ্তরে প্রতিবেদন প্রেরণের তারিখঃ	২৩/০৬/২০২২ খ্রিঃ		
১২। উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের নামঃ	শিরিন সুলতানা		
১৩। উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের ই-মেইলঃ	ueobholasadar@gmail.com		
১৪। উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের মোবাইলঃ	০১৭১২৯০৭৫৯৯		

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে বিদ্যালয় পুনরায় চালুকরণে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রণালয়ের নির্দশিকা/গাইডলাইন অনুসারে গৃহীত কার্যক্রম।

ক. বিদ্যালয় প্রস্তুতকরণ বিষয়ক তথ্য

ক্রমিকনং	বিষয় নির্দেশিকা	গৃহীত কার্যক্রম
১.০	পুনরায় বিদ্যালয় কার্যক্রম চালুকরণ বিষয়ক পরিকল্পনা জমাদানকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ *(একটি জমাকৃত পরিকল্পনা সংযুক্তকরুণ)*	২১০টি একটি জমাকৃত পরিকল্পনা সংযুক্ত করা হলো।
২.০	পুনরায় কার্যক্রম চালু করার পূর্বে বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের সারসংক্ষেপঃ (যেমন-পিপিই উপকরণ সংগ্রহ, বিদ্যালয় ও সংশ্লিষ্ট এলাকা পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বসার ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি)	১। পিপিই উপকরণ সংগ্রহ করা হয়েছে। ২। বিদ্যালয় প্রাঙ্গন ও শ্রেণিকক্ষ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে। ৩। শারীরিক দুরত্ব বজায় রেখে নিরাপদ শিখন পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়েছে। ৪। শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যবিধি ও শারীরিক দুরত্ব নিশ্চিত করনে বেঞ্চে জিগ- জ্যাগ সাদা গোলাকৃতি চিহ্ন দ্বারা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। ৫। বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ ও আশেপাশের আগাছা ও বড় বন পরিস্কার করণ ৬। দোলনা, স্লাইডার সহ অন্যান্য রাইড জীবাণুনাশক দ্বারা জীবাণু মুক্ত করন। ৭। বিদ্যালয়ের ওয়াশ রুম হারপিক, ব্লিচিং পাউডার দ্বারা জীবাণু মুক্ত করন। ৮। বিদ্যালয়ের বারান্দা ও কক্ষের মেঝে, দরজা, জানালা উপকরন কর্নার হোয়াইট বোর্ড জীবাণুমুক্ত করন।
৩.০	হাত ধোয়ার জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ (running water) ও সাবানের ব্যবস্থা আছে/করা হয়েছে এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ	২১০টি
৪.০	বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত স্বাস্থ্য তথ্য সংগ্রহ ও পর্যবেক্ষণ বিষয়ক ব্যবস্থাপনাঃ (যেমন- রেজিস্টার প্রস্তুতি, রেজিস্টারে স্বাস্থ্যকর্মী, কমিনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নাম্বার সংরক্ষণ, ইত্যাদি) *(একটি রেজিস্টারেরছবি সংযুক্তকরুণ)*	১। স্বাস্থ্য তথ্য সংগ্রহ ও পর্যবেক্ষন বিষয়ক ব্যবস্থাপনা রেজিস্টার তৈরী করা হয়েছে। ২। প্রয়োজনীয় অংশীজনদের মোবাইল নম্বর অভিভাবকদের সরবরাহ করা হয়েছে। ৩। স্বাস্থ্যতথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহের জন্য নির্ধারিত ফরমেট প্রতিটি বিদ্যালয়ে সরবরাহ করা হয়েছে। ৪। বিদ্যালয়ের দৃশ্যমান স্থানে শ্রেণি শিক্ষক সহ প্রধান শিক্ষকের মোবাইল নম্বর সাঁটিয়ে দেয়া হয়েছে। ৫। স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রতিটি বিদ্যালয়ের শিক্ষকগন কে প্রতিদিন কমপক্ষে ৩/৪টি হোমভিজিট করতে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ৬। স্থানীয় স্বাস্থ্যকর্মীর সাথে শিক্ষক ও অভিভাবকগনকে নিবিড় যোগাযোগের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে।
৫.০	বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত অবহিতকরণ ও প্রচারণা কার্যক্রমের সারসংক্ষেপঃ (যেমন- কোভিড-১৯ এ করনীয় ও বর্জনীয় বিষয়ক বিভিন্ন সভা, সভার অংশগ্রহণ কারীর ধরণ, সভার সংখ্যা, সভার যোগাযোগের মাধ্যম	সভায় অংশগ্রকারী ধরনঃ শিক্ষক, অভিভাবক, এসএমসি সদস্যগন, পিটিএ সদস্যগণ এবং স্থানীয় জন প্রতিনিধি। সভার সংখ্যাঃ প্রতি সপ্তাহে ০১টি । সভার যোগাযোগের মাধ্যমঃ জুম মিটিং, গুগল মিটিং এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরাসরি মোবাইল কল এবং এসএমএস। কোভিড সংক্রমন রোধে বিদ্যালয়ের দৃশ্যমান স্থানে মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর ৩১টি নির্দেশনা পেনাপ্লেক্স

ক্রমিকনং	বিষয় নির্দেশিকা	গৃহীত কার্যক্রম
	(গুগলমিট/জুমমিটিং/ কল/মেসেঞ্জার) ইত্যাদি)	ছাপিয়ে সাটানো।
৬.০	বিদ্যালয় কর্তৃক উপরোক্ত কার্যক্রম সমূহ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ বিষয়ক তথ্যঃ (বিদ্যালয় প্রতি আনুমানিক তেমন অর্থ বরাদ্দ ছিলো/প্রয়োজন হয়েছে, অর্থের উৎস কী ছিলো ইত্যাদি)	বরাদ্দ নেই। প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ অপ্রতুল ছিল। ~~কার্যক্রম চালিয়ে নিতে কর্জ করে ব্যয় চালানো হয়েছে।~~ অর্থের উৎসঃ স্লিপ(ডিপিই)

খ. বিদ্যালয়কার্যক্রমচলাকালীনতথ্য

ক্রমিকনং	নির্দেশিকা(গাইডলাইন)	গৃহীতকার্যক্রম
০১	ইনফ্রারেড/নন-কন্টাক্ট থার্মোমিটার আছে এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যা	২১০ টি
০২	কার্যক্রম চালুর পর উপজেলায় কোভিডে আক্রান্ত শিক্ষকের আনুমানিক সংখ্যা	১১ জন
০৩	কার্যক্রম চালুর পর উপজেলায় কোভিডে আক্রান্ত শিক্ষার্থীর আনুমানিক সংখ্যা	৭ জন
০৪	বিদ্যালয় কার্যক্রম চালু অবস্থায় বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের সারসংক্ষেপঃ (যেমন- সারিবদ্ধ ভাবেবিদ্যালয়ে প্রবেশের ব্যবস্থা, প্রবেশের সময় ইনফ্রারেড/নন-কন্টাক্ট থার্মোমিটার দিয়ে তাপমাত্রা দেখা, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মাস্ক পরা নিশ্চিত করার জন্য গৃহীত পদক্ষেপ, কেউ অসুস্থ্য হলে গৃহীত ব্যবস্থা ইত্যাদি)	১। এসএমসি, পিটিএ অভিভাবক প্রতিনিধি এবং শিক্ষক সমন্বয়ে বিদ্যালয় কোভিড-১৯ সচেতনতা ও করনীয় বিষয়ক কমিটি গঠন। ২। বিদ্যালয়ের প্রবেশমুখে ফুট বাথের ব্যবস্থা করন। ৩। বিদ্যালয়ে প্রবেশের পুর্বে বাধ্যতামুলকভাবে দুইহাত সাবান পানি দিয়ে ধৌত করার ব্যবস্থা গ্রহন। ৪। সারিবদ্ধভাবে বিদ্যালয়ে প্রবেশের ব্যবস্থা করা। ৫। বিদ্যালয়ের প্রধান ফটকেই অসুস্থ ছাত্র/ছাত্রী সনাক্ত করে বাড়িতে বিশ্রাম নিতে ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা গ্রহনে অভিভাবকগন কে পরামর্শ প্রদান। ৬। শিক্ষক শিক্ষার্থীতে মাস্ক পরিধান নিশ্চিত করা। কেউ মাস্ক না আনলে তাৎক্ষনিকভাবে বিদ্যালয় থেকে সরবরাহ করা। ৭। বিদ্যালয়ের প্রবেশের সময় ইনফ্রারেড থার্মোমিটার দিয়ে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং অন্যান্য অংশীজনেরশরীরে তাপমাত্রা যাচাই করা।
০৫	শ্রেণী কার্যক্রম পরিচালনায় গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের সারসংক্ষেপঃ (যেমন- কোনদিন কোনশ্রণীর ক্লাশ হবে সেই পরিকল্পনা প্রনয়ন, একই দিনে দুইয়ের অধিক শ্রেণীর কার্যক্রমনারাখা, শিফট ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি)	১। শিফটভিত্তি ব্লেন্ডেড শ্রেনি রুটিন অনুযায়ী বিদ্যালয় পরিচালনা করা হয়েছে। ২। শিখন ঘাটতি পুরনে পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিটি বিদ্যালয়ে পাঠ দান নিশ্চিত করা। ৩। স্বাস্থ্যবিধি মেনে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপদ শিখন পরিবেশ নিশ্চিত করা। ৪। তুলনামুলক দুর্বল ও পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের সনাক্ত করে ফলাবর্তন প্রদান করা। ৫। বাংলা, ইংরেজী, গণিত,ও বিজ্ঞান বিষয়ের উপর অধিক গুরত্বারোপ করা। ৬। বাংলা, ইংরেজী, পঠন দক্ষতা নিশ্চিত করতে অধিক গুরুত্বারোপ করা।
০৬	শ্রেণী কার্যক্রমের বাইরে ও বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের সারসংক্ষেপঃ (যেমনঃগুগলমিটে/হোয়াটসএপে/ফেসবুক লাইভে ক্লাশ পরিচালনা, সংসদটিভির কার্যক্রম মনিটরিং হোমভিজিট, ওয়ার্কশিট বিতরণ ইত্যাদি/	১। শিক্ষকগনকে রুটিন করে প্রতিদেন ক্লাস সময়ের বাইরে গুগল মিটে অনলাইনে ক্লাস পরিচালনা করা হয়েছে। ২। সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারে ঘরে বসে শিখি কখন কীভাবে প্রচারিত হয় তার সময়সূচি সম্বলিত প্যানাপ্লেক্স ব্যানার প্রতিটি বিদ্যালয়ের সম্মুখে সাঁটানো হয়েছে। ৩। সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারের ক্লাসগুলো শিক্ষক ও শিক্ষার্থী পর্যবেক্ষন ও শোনেন কিনা তা নিশ্চিত করা হয়েছে। ৪। নিয়মিত কার্যকর হোমভিজিট ও ওয়ার্কসিট বিতরন এবং গ্রহনের মাধ্যমে শিখণ ঘাটতি হ্রাসের পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছে। ৫। দৈবচয়নের ভিত্তিতে প্রতিদিন কমপক্ষে ৭/৯ জন শিক্ষার্থীর অভিভাবকগনের সাথে পাঠ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে কথোপকথনের পরিচালনা করা হয়েছে।
০৭	কোভিড পরবর্তী বিদ্যালয় কার্যক্রম পরিচালনায় বিদ্যালয় যেসব সমস্যায় পড়েছে তার সারসংক্ষেপঃ	১। শিখনে তুলনামুলক পিছিয়ে পড়া। ২। বিদ্যালয়ে আসতে কোভিড-১৯ আক্রান্ত ভীতি কাজ করা। ৩। বিদ্যালয়ের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা নিয়ে চিন্তিত থাকা। ৪। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে মনো সামাজিক ভীতি ও কু-সংস্কার কাজ করা। ৫। হাত ধোয়া ও মাস্ক পরিধান বিষয়ে অভ্যাস প্রসঙ্গে। ৬। শারীরিক দুরত্ব ও সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখার বিষয়ে। ৭। হাঁচি কাশির সময় হাতের কণুই ব্যবহার না করা বিষয়ে।

ক্রমিকনং	নির্দেশিকা(গাইডলাইন)	গৃহীতকার্যক্রম
০৮	যেভাবে বিদ্যালয় সমূহ উপরোক্ত সমস্যার সমাধান করেছে তার সারসংক্ষেপঃ	১। শিখনে তুলনামুলক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের দূর্বলতা দুর করতে তাদের কে অতিরিক্ত সময় দেয়ার মাধ্যমে এ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে। ২। বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে। ৩। বিদ্যালয়ের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম সরেজমিনে পর্যক্ষেন করনের মাধ্যমে ৪। "ভয় নয় - সচেতনতাই জয়" এই স্লোগানে অনুপ্রানীত করা। মহান আল্লাহ কে স্মরন রেখে কুসংস্কার কে বিশ্বাস না করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কাউন্সিলিং এর মাধমে। ৫। হাত ধোয়া ও মাস্ক পরিধান করে আমরা আল্লাহ চাহেত বিভিন্ন জটিল কঠিন রোগ ব্যাধি থেকে বাঁচতে পারি সে বিষয়ে প্রতিদিন ক্লাস শুরুর পুর্বে ৫ মিনিট আলোচনার মাধ্যমে। ৬। প্রচলিত রোগ থেকে বাঁচতে ও অন্যকে বাঁচাতে বাধ্যতামুলকভাবে শারীরিক দুরত্ব ও সামাজিক দূরত্ব মানতে উঠান বৈঠক ও ক্ষুদ্র পরিসরে মা সমাবেশের মাধ্যমে এর গুরত্ব বুঝানোর মাধ্যমে। ৭। হাঁচি ও কাশির সময়ে কীভাবে কণুই ব্যবহার করতে হবে তা শ্রেণিতে বাস্তবে দেখিয়ে দেয়ার মাধ্যমে।

23.06.22

উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের
স্বাক্ষর ও সিল

উপজেলা শিক্ষা অফিসার (ভারপ্রাপ্ত)
ভোলা সদর,ভোলা।

১.০ এর একটি বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা তথ্য সংযুক্ত

৩১নং চরনোয়াবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ভোলা সদর, ভোলা।

কোভিড-১৯ পরবর্তী পুনরায় বিদ্যালয় কার্যক্রম চালুকরণ বিষয়ক পরিকল্পনা নিম্নরুপঃ

০১। বিদ্যালয় এসএমসি, পিটিএ এবং শিক্ষকগণ এবং সচেতন অভিভাবকদের সম্পৃক্ত করে বিদ্যালয় রি ওপেনিং প্লান প্রণয়ন বাস্তবায়ন করা।

০২। বিদ্যালয় ক্যাচমেন্ট এলাকার ধর্মীয় উপাসনালয় অর্থাৎ মসজিদ ও মন্দিরে বিদ্যালয়ে সশরীরে পাঠদান কার্যক্রম চালুকরন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা এবং সার্বিক পরামর্শ ও সহযোগিতা কামনা করা। বিশেষ করে শুক্রবার দিন জুমার সময় বিদ্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত অংশীজন বিষয়টি এলাকাবাসীকে অবহিত করা।

০৩। বিদ্যালয় প্রাঙ্গন অর্থাৎ খেলার মাঠ, শৌচাগার, নলকুপ, দোলনা, স্লাইডার পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত করা।

০৪। শ্রেণিকক্ষ, বসার বেঞ্চ, আসবাবপত্র, ফ্যান, ব্ল্যাকবোর্ড, হোয়াইট বোর্ড, স্বাস্থ্যসম্মতভাবে পরিস্কার ও জীবাণুমুক্ত করা।

০৫। হাত ধোয়ার জন্য পর্যাপ্ত পানি, সাবান ও হ্যান্ডওয়াশের ব্যবস্থা রাখা।

০৬। বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সুশৃঙ্খল ও সারিবদ্ধভাবে শারীরিক দুরত্ব বজায় রেখে প্রবেশের ব্যবস্থা করা।

০৭। বিদ্যালয়ে ছাত্র ছাত্রীদের স্বাগত জানিয়ে সাদরে ফুল দিয়ে বরণ করার ব্যবস্থা করা।

০৮। বিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে ফুট বাথের ব্যবস্থা করা।

০৯। বিদ্যালয়ে প্রবেশমুখে সকল ছাত্রীকে ইনফ্রারেড থার্মোমিটার দিয়ে তাপমাত্রা পরিমাপ করা।

১০। ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকগণের মাস্ক পরিধান নিশ্চিত করা প্রয়োজনে বিদ্যালয় থেকে সরবরাহ না করা।

১১। বেঞ্চে জিগ-জ্যাগ পদ্ধতিতে ছাত্র-ছাত্রীদের বসার জন্য সাদা গোল দাগ দিয়ে চিহ্নিত করা।

১২। শিক্ষকগণ ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে বিজ্ঞান সম্মত কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া ঘটানো মনো-সামাজিক ভীতি দূর করা।

১৩। বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ, মেঝে, দরজা, জানালা, সিঁড়ির র‍্যালিং নিয়মিত জীবাণুমুক্ত করা।

১৪। পাঠের শুরুতে ৫/৭ মিনিট কোভিড-১৯ থেকে বাঁচার জন্য স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে শ্রেণি শিক্ষকগন আলোচনা করবেন। প্রতিদেন ছুটির ১০ মিনিট পূর্বে ছাত্র-ছাত্রীদের জড়তা দূর করার জন্য বিভিন্ন বিনোদন মূলক কার্যক্রমের ব্যবস্থা করা।

১৫। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন দৃশ্যমান স্থানে কোভিড-১৯ সচেতনতামূলক সচিত্র ব্যানার সাঁটিয়ে দেয়া।

১৬। পিছিয়ে পড়া, শিখনে দুর্বল ও প্রান্তিক ছাত্র-ছাত্রীদের সনাক্ত করে যথোপযুক্ত ফিডব্যাক অর্থাৎ ফলাবর্তন প্রদান করা।

১৭। শিক্ষকবৃন্দ, বিদ্যালয়ের এসএমসি, পিটিএ সদস্যগণ এবং অভিভাবকগনকে কোভিড টিকা গ্রহনে উৎসাহিত করে তা নিশ্চিত করা।

১৮। ছাত্র ছাত্রীদের পানি পানের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যাক ঢাকনাসহ মগ ক্রয় নিশ্চিত করা।

১৯। বিদ্যালয় এবং শ্রেণিকক্ষে যাতে পর্যাপ্ত আলো বাতাস প্রবেশ করে তা নিশ্চিত করা।

২০। শিক্ষকবৃন্দ, এবং ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে যথাসম্ভব ভীড় অর্থাৎ জনসমাগম এড়িয়ে চলেন সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া।

২১। ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবকগণের সাথে অনলাইন ও অফলাইনে নিরবচ্ছিন্নভাবে সংশ্লিষ্ট শ্রেণি শিক্ষকগণ যোগাযোগ বজায় রেখে শিক্ষার্থীর শিখন ঘাটতি দূরীকরনসহ স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য আদান প্রদান করা।

২২। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং শ্রেণি শিক্ষকগণের মোবাইল নম্বর ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের সরবরাহ করা।

২৩। সর্বোপরি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সকল আদেশ সম্পর্কে অবগত থেকে তদনুযায়ী কাজ করা।

২৪। শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সর্বশেষ তথ্য সংশ্লিষ্ট সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার মহোদয়কে অবগত করা।

২০/৮/২০২১

মোঃ ইসমাইল
প্রধান শিক্ষক
৩১নং চরনোয়াবাদ সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়
ভোলা সদর, ভোলা।

ক্রমিক নং ৪.০ এর তথ্য সংযুক্ত।

৬২ নং চরনোয়াবাদ সঃ প্রাঃ বিঃ

[illegible] স্বাস্থ্য কর্মীর নাম	ওয়ার্ড	মোবাইল নম্বর
নূর-ই-আকলিমা	০৪	01672525781

29/8/2020

মোঃ ইসমাইল
প্রধান শিক্ষক
... বিদ্যালয়